যুগান্তর

তারিখ ... 05 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ার সি রাজপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে কখনও বিদ্যালয় আঙিনায়, কখনও আবার ভাঙাচোরা একটি টিনশেডের অপরিসর কক্ষে যুগান্তর

একককক্ষে পাঁচ শ্রেণীর পাঠদান

ভাণ্ডারিয়ার সি রাজপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মো. শফিকুল ইসলাম মিলন, *ভাণ্ডারিয়া থেকে*

বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব অন্য কোনো ভবন নেই। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থী পাঠদান চলছে কখনও বিদ্যালয় আঙিনায় কখনও আবার ভাঙাচোরা একটি টিনশেডের অপরিসর কক্ষে। সেখানে একটি কক্ষে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পাঁচটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দায়সারাভাবে পাঠদান চলে আসছে। পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ধাওয়া ইউনিয়নের ৫৩ নম্বর সি রাজপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে গত পাঁচবছর আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, স্কুলের পাঠদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এলাকাবাসীর উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তায় একটি টিনের ছাউনি দেয়া এককক্ষের ঘর নির্মাণ করা হয়। সেই এককক্ষের ঘরে জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম। শ্রেণীগুলোকে আলাদা করার জন্য কোনো বেড়া নেই। একটি বড় কক্ষে পাঁচটি শ্রেণীর পাঠদান করানো হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের শোরগোলে পাঠদানের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী মিরাজ হাওলাদার ও খুশি আক্তার বলে, এভাবে এক কক্ষে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে বসে লেখাপড়া করা যায় না। মনোযোগ দিয়ে পড়া হয় না। আমাদের নতুন স্কুল ভবন দরকার। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭০ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর ওই বছরই একটি পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টিতে ১৫৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। শিক্ষকের সংখ্যা চারজন। বিদ্যালয়ের সব শ্রেণীর পাঠদান ওই টিনের ঘরের একটি লম্বা কক্ষে দেয়া হয়। বৃষ্টির দিন ব্যতীত মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের সামনের খোলা মাঠে পাঠদান করানো হয়। একটি শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীকে আলাদা করার জন্য কোনো বেড়া দেয়া হয়নি। শুধু চেয়ার ও টেবিল বসিয়ে শ্রেণীগুলো আলাদা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাধবী রানী শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে জানান, ২০১০ সালে বিদ্যালয়ের ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পর মূল ভবনের কিছু দূরে স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধি এবং আওয়ামী লীগের এক নেতার সহায়তায় ৫৩ হাজার টাকা ব্যয়ে টিনের ঘর নির্মাণ করা হয়। শ্রেণীকক্ষের বেড়া না থাকায় পাঠদান নির্বিঘ্ন সম্ভব হয় না।